উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৮ অক্টোবর ২০২০ JS

আহত গোসাপ উদ্ধার

শনিবার গয়েরকাটার কোঙ্গরনগর কলোনির এক শিক্ষক এশিয়ান হাইওয়ে–৪৮ থেকে আহত গোসাপ উদ্ধার করলেন। মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার রাজকুমার পাল জানিয়েছেন, আহত গোসাপটিকে বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

একদিনে মৃত ৪, সংক্রামিত ৫৮৭

নিউজ ব্যুরো

১৭ অক্টোবর : গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গে ৫৮৭ জন করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন। শনিবার সংক্রামিত হয়ে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এদিন শিলিগুড়িতে দুজন মারা গিয়েছেন। কাওয়াখালির বেসরকারি হাসপাতালে নির্মল মুখোপাধ্যায় (৬৮) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, শেফালি সিনহা (৫৯) নামে ইসলামপুরের এক বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, রায়গঞ্জ কোভিড হাসপাতালে একজন ও বালুরঘাট কোভিড হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

এদিন মালদায় ১১৭, উত্তর দিনাজপুরে ৪৫, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৫৪, দার্জিলিংয়ে ১৩৩, জলপাইগুড়িতে ১১৮, আলিপুরদুয়ারে ৪৪ এবং কোচবিহারে ৭৬ জন সংক্রামিত হয়েছেন। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ৪০ জন সংক্রামিতের খোঁজ মিলেছে। এছাড়া মাটিগাড়ায় ২৫, নকশালবাড়িতে ৩১, ফাঁসিদেওয়ায় ৪, খড়িবাড়িতে ৩, সুকনায় ১২, কার্শিয়াং পুরসভা এলাকায় ৭, দার্জিলিং পুরসভা এলাকায় ৪, মিরিকে একজন, সুখিয়াপোখরিতে একজন, পুলবাজারে ৫ জন সংক্রামিত হয়েছেন। এদিন করোনামুক্ত হয়ে ৮৪ জন হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন।

করোনায় মৃত নির্মল মুখোপাধ্যায় (৬৮) ময়নাগুড়ির হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা। গত ১০ অক্টোবর শনিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর লালার নমুনা পরীক্ষা হয়। পরের দিন তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপর ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার নির্মলবাবুকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে শিলিগুড়ির কাওয়াখালির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিনের সংক্রামিতদের মধ্যে জলপাইগুড়ি শহরে রয়েছেন ৩১ জন। সংক্রামিতরা ১, ৬, ১১, ১৩, ১৮, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। গত ২৪ ঘণ্টায় ময়নাগুড়িতে ১৬ জন সংক্রামিত হয়েছেন। মাল পুর এলাকায় ৭ জন সংক্রামিত হয়েছেন।

আটক ৩৫ গোরু

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ অক্টোবর : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ পাচারের আগে ৩৫টি গোরু উদ্ধার করল। পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে নাকা তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের কাছে খবর আসে লরি বোঝাই করে গোরু পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরপর পুলিশ সন্দেহভাজন একটি লরি আটক করে তল্লাশি চালাতেই প্রচুর সংখ্যায় গোরু উদ্ধার হয়। লরির চালক এবং খালাসির কাছে ওই গোরু নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও বৈধ নথি ছিল না। অভিযুক্তদের এবং গোরুবোঝাই লরিটি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা জানিয়েছে, তারা গোরু উত্তরপ্রদেশ থেকে অসমে পাচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল।

টোটো চুরি

ধূপগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : ধূপগুড়ির সুপার মার্কেট থেকে টোটো চুরির ঘটনা ঘটল। শনিবার সকালে নাথুয়ার বাসিন্দা শংকর দাস টোটো নিয়ে ধূপগুড়িতে আলুর বীজ কিনতে এসেছিলেন। সুপার মার্কেটের লঙ্কাহাটিতে টোটো রেখে তিনি আলুর বীজ কিনতে যান। ফিরে দেখেন টোটো নেই। খোঁজাখুঁজির পর টোটো না পেয়ে ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। ৫ অক্টোবরও সুপার মার্কেট এলাকা থেকে এক কৃষকের মোটরবাইক চুরি হয়। পরদিন রাতেই মিলপাড়ার সুপার মার্কেট মোড় থেকে এক ব্যবসায়ীর বাইক চুরি যায়। সুপার মার্কেটের মতো সরকারি নিয়ন্ত্রিত বাজার চত্বর থেকে এভাবে একের পর এক চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত। ধূপগুড়ি থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আবহাওয়া

রবিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৫.০	২৭.০
শিলিগুড়ি	৩৪.০	২১.০
জলপাইগুড়ি	৩৪.০	২২.০
কোচবিহার	৩৪.০	২২.০
আলিপুরদুয়ার	৩৪.০	২২.০
মালদা	৩৫.০	২৩.০
রায়গঞ্জ	৩৪.০	২২.০
গ্যাংটক	২৪.০	১৩.০

বিন্দু বিসর্গ

জয় গুরু! স্টে হোম স্টে সেফ...

বুড়িতিস্তার সেতু বাঁচাতে কাজ শুরু

হলদিবাড়ি, ১৭ অক্টোবর : কোচবিহারের হলদিবাড়ি–জলপাইগুড়ি জেলার সংযোগস্থলে বুড়িতিস্তা নদীর সেতু খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেতু ভেঙে পড়লে কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি ব্লকের সঙ্গে জলপাইগুড়ির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। শনিবার সেতুর উপর গিয়ে দেখা গেল, পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে আর্থমুভার দিয়ে সেতুর উপরের অংশের ব্লাকটপ তুলে ফেলা হচ্ছে, যাতে সেতুটির ওজন কিছুটা কমানো যায়। সেতুটির বিভিন্ন অংশে ফাটল ধরেছে। পিলারগুলি ক্ষয়ে যেতে বসেছে। সেতুর উপরের অংশে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। যাত্রীবোঝাই গাড়ি বা মালবোঝাই ট্রাক উঠলেই সেতুটি কাঁপতে থাকে। স্থানীয়রা জানান, যখনই কোনও খানাখন্দ হয় তখনই অস্থায়ীভাবে সেটি মেরামত করা হয়। কিন্তু দু'দিন পরে সেটি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এই সেতু এখন পুরোনো হয়ে যাওয়ায় খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, এই সেতু তৈরি হওয়ার পর আর নতুনভাবে কোনও মেরামতির কাজ হয়নি। নিত্যযাত্রী পোস্টাল কর্মী শংকর দেব বলেন, 'জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী এই সেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেতুটির অবস্থা বেহাল হয়ে পড়লেও প্রশাসনিক মহলে কোনও তৎপরতা নেই।' এক কলেজ পড়ুয়া আনভি রায় বলেন, 'ব্যস্ততম এই সেতু দিয়ে এসডিও, পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক, পুলিশ আধিকারিকরা প্রায়শই যাতায়াত করেন। কিন্তু তাঁরা কেউই এই সেতুর খেয়াল রাখেন না। তাই সাধারণ মানুষ ও গাড়ির চালকরা এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে ভয় পাচ্ছেন।' স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষক বাপ্পা দে বলেন, 'প্রশাসনিক উদাসীনতায় সেতুটি বেহাল হয়ে পড়েছে। এখনই সেতুটির বিষয়ে নজর না দিলে যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।' এ প্রসঙ্গে উত্তর বড় হলদিবাড়ির পঞ্চায়েত প্রধান জুহিলিকা মল্লিক বলেন, 'বুড়িতিস্তা নদীর সেতু ও রাস্তার হাল খুবই খারাপ। আমি একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছে।' তবে প্রকাশ্যে না বললেও সেতুটি যে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে তা মেনে নিয়েছে পূর্ত দপ্তরও। তাই আর্থমুভার দিয়ে সেতুর উপরে থাকা ব্লাকটপ তুলে সেতুর ওজন কিছুটা কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'সেতুটির পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই এর সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

বুড়িতিস্তা নদীর সেতুর ওপরে সংস্কারের কাজ চলছে। –সংবাদচিত্র

স্টিয়ারিং হাতে সংসার

প্রথম পাতার পর

নিজের সমাজে তো বটেই, বালুরঘাট শহরে যেদিন পণ্যবোঝাই করে তাঁর গাড়ি ঢুকেছিল সেদিন অনেকের মুখে কথা ছিল না। তারপর থেকে বহু মানুষের কটূক্তি ও নানারকম বাধা উড়িয়ে দিয়ে দিনের পর দিন আনাজ নিয়ে বিভিন্ন গ্রামীণ হাটে গাড়ি নিয়ে যান। ২০১২ সাল থেকে এই কাজ করেই সংসার এবং ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ বহন করছেন। এভাবেই বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। এক মেয়ে কলেজে এবং ছেলে স্কুলে পড়ছে।

ভোর হলেই স্মিতা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ফিরতে ফিরতে কোনওদিন সন্ধ্যা, আবার কোনওদিন মাঝরাত হয়ে যায়। তবু ভয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে স্মিতা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রয়োজনে জেলার বাইরেও যাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'গাড়ি চালানো শুরু করার প্রথমদিকে অনেক সমস্যা হয়েছিল। অনেকে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার অনেকে নানারকম বাঁকা কথা বলতেন। কিন্তু আমি কারও কথায় কান দিতাম না। আমার পরিবার আমার পাশে থেকে আমাকে সবসময় সাহস জুগিয়েছে। আগে রাতবিরেতে যখন একা ফিরতাম, তখন একটু ভয় হত। এখন সেই ভয়টাও কেটে গিয়েছে। আমি জানি, ভয় পেলে আমার সংসার চলবে না। আমি মনে করি চেষ্টা করলেই মেয়েরা সবকিছুই করতে পারে।' স্বামী বিজয় মুর্মু শারীরিক অসুস্থতার জন্য এখন কৃষিকাজ করতে পারেন না। এখন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী স্মিতা। কিন্তু লকডাউনের জন্য দীর্ঘদিন হাট বন্ধ থাকায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া, গ্রামগঞ্জে বেআইনি ভুটভুটির জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে। বিজয় মুর্মু বলেন, 'আমি গাড়ি চালাতে না পারলেও স্ত্রীকে কখনোই গাড়ি চালাতে নিষেধ করিনি। অনেক সময় আমার স্ত্রী কাজের সূত্রে বাইরে থাকেন। তখন কেউ পণ্যবাহী গাড়ির খোঁজ করতে এলে আমি ভাড়ার ব্যবস্থা করে রাখি।'

স্মিতাদেবীর মেয়ে মধুমিতা বলেন, 'মাকে নিয়ে আমরা সবাই গর্ববোধ করি। তিনি স্বাবলম্বী হতে চাওয়া মেয়েদের কাছে দৃষ্টান্ত। মেয়েরা হাতা–খুন্তি নিয়ে রান্নাঘরে আটকে থাকে না, গাড়ির স্টিয়ারিং পর্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ধরতে পারে। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ আমার মা।' বালুরঘাট মিনি ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পিন্টু দাস বলেন, 'স্মিতাদেবীর পণ্যবাহী গাড়ি চালানোর কথা আমরা জানি। তিনি ছাড়া আর কোনও মহিলা এই পেশায় নেই। সব মহিলাদের কাছে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অনুপ্রেরণা। তাঁর কোনও প্রয়োজন হলে আমরা সাংগঠনিক দিক থেকে অবশ্যই দেখব।' বালুরঘাটের যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শুভঙ্কর আচার্য বলেন, 'বর্তমান সময়ে যেখানে নারীদের উপর অত্যাচারের খবর অহরহ আসছে সেখানে এক মহিলার স্বনির্ভর হয়ে ওঠা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তাঁর এই লড়াইয়ের কথা আমাদের জানা ছিল না। আমরা অবশ্যই তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করব। আগামীতে নির্বাচন কমিশনের প্রচার সহ সরকারি বিভিন্ন কাজে তাঁকে ব্লক অ্যাম্বাসাডর হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।'

বোনাস বৈঠক ভেস্তে গেল

নাগরাকাটা, ১৭ অক্টোবর : বোনাসের পরিমাণ নিয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় ক্যারন চা বাগানের বোনাস বৈঠক ভেস্তে গেল। শনিবার আইটিপিএ'র বীরপাড়ার কার্যালয়ে বৈঠকে বাগান পরিচালকদের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। ফলে পুজোর আগে ক্যারনে বোনাস হবে কি না তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী সোমবার দুপুর দুটোয় ক্যারন ইস্যুতে মালবাজারে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে শ্রম দপ্তর। এদিকে বোনাস ইস্যুকে কেন্দ্র করেই বন্ধ হয়ে যাওয়া মালবাজারের সাইলি চা বাগান পুজোর আগে খুলবে কি না তারও কোনও সদুত্তর মালিকদের কাছে নেই। মালবাজারের সহকারী শ্রম কমিশনার চিয়াং শেরপা বলেন, 'ক্যারন নিয়ে সোমবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। সাইলি বাগানের সমস্যা সমাধানেরও চেষ্টা চলছে।'

এবারের দ্বিপাক্ষিক কেন্দ্রীয় বোনাস বৈঠকে ক্যারন বাগানের জন্য ১৬ শতাংশের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যদিও পরে মালিকপক্ষ বাগানে নোটিশ জারি করে জানায় ওই পরিমাণ ১৬ নয়। আসলে সেটা হবে ১২.৫ শতাংশ। প্রিন্টিং মিসটেকের কারণেই এই বিপত্তি। এরপরই সেখানকার শ্রমিকরা বেঁকে বসেন। চুক্তি মোতাবেক ১৬ শতাংশ হারেই বোনাস দিতে হবে, এই দাবিতে সেখানে আন্দোলন শুরু হয়। নাগরাকাটার বিধায়ক ও চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শুক্রা মুন্ডা বলেন, 'বাগান পরিচালকরা ছলনা করছেন। গত বছরও ১৪ শতাংশের বোনাস চুক্তির পর সেখানে ১১ শতাংশ গছিয়ে দেওয়া হয়। এমনটা বারবার মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।' আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'গত বছর ক্যারনে ১১ শতাংশ হারের বোনাস হয়েছিল। এবার কেন্দ্রীয় বোনাস চুক্তিতে সমস্ত বাগানের ক্ষেত্রেই আগের বছরের বোনাসের চেয়ে ১.৫ শতাংশ হারে বোনাস বাড়ানো হয়েছে।'

আলু বিক্রি শুরু

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : রবিবার থেকে রাজ্যজুড়ে সরকারি উদ্যোগে ২৫ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি শুরু হবে। সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলার হিমঘরে প্রায় ৪২ হাজার মেট্রিক টন আলু মজুত করা হয়েছে। নভেম্বর পর্যন্ত কৃষি বিপণন দপ্তরের নজরদারিতে ওই আলু বিক্রি করা হবে। প্রতি ক্রেতাকে সর্বোচ্চ তিন কেজি করে আলু দেওয়া হবে।

দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এবং রাজ্য নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির উদ্যোগে ফার্মার্স প্রোডিউসার সেন্টার এবং ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সদস্যরা এই আলু বিক্রি করবেন। তাছাড়া সুফল বাংলার আউটলেটে থেকেও আলু কেনা যাবে। শনিবার জেলায় এই বিষয়ে বৈঠক হয় বলে জলপাইগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সচিব উত্তম ভৌমিক জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, জেলার সদর ব্লকে ৬টি, রাজগঞ্জে ৪টি, ময়নাগুড়িতে ৩টি, মাল ব্লকে ৫টি, নাগরাকাটায় ৩টি, মেটেলিতে ৩টি এবং ধূপগুড়িতে ৫টি আউটলেট খোলা হচ্ছে। উত্তম ভৌমিক বলেন, 'আমরা কুপন ছাপিয়ে, ব্যানার বানিয়ে কৃষি উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে দিয়েছি। তারাই ক্রেতাদের সুবিধামতো খুলে আলু বিক্রি করবে।'

তৃণমূলে যোগ : জলপাইগুড়ি জেলার ১৮৭ জন পুরোহিত শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এদিন জলপাইগুড়ি শহরের থানা মোড়ে জেলা পুরোহিত কল্যাণ সমিতির ওই সদস্যরা তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়েছেন।

ক্যাগ–এর অডিটে

প্রথম পাতার পর

ক্ষেত্রেও ন্যাক–এর মূল্যায়নকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ক্যাগ–এর পারফরমেন্স অডিট রিপোর্টকে ন্যাক কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক আধিকারিক জানিয়েছেন। তাই ন্যাক–এর মূল্যায়নে ভালো গ্রেড পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্যাগ–এর পারফরমেন্স রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্তনী সংঘের পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করেও ন্যাক নম্বর দিয়ে থাকে। ফলে ন্যাক–এর মূল্যায়নে ভালো ফল পেতে হলে নিশ্চিতভাবেই যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের প্রাক্তনী সংঘের সক্রিয়তা অত্যন্ত জরুরি।

অন্যদিকে, ক্যাগ প্রশ্ন তোলার পরই প্রাক্তনী সংঘের অভ্যন্তরেও নানা প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ২০০১ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সংঘ তৈরি হয়। তখন থেকেই টানা প্রায় ২০ বছর ধরে সংগঠনের সম্পাদক, সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক সিতাংশুশেখর করঞ্জাই ও প্রাক্তন কর্মী ফজলুর রহমান রয়েছেন। কেন এতদিন ধরে সুনির্দিষ্ট তিনজনই সংগঠনের শীর্ষপদে রয়েছেন তা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও প্রাক্তনী সংঘের অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। এদিকে, কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাক্তনী' সেই প্রশ্ন নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছে। তাঁদের নিয়ম অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা স্নাতকোত্তর ও তার পরবর্তী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন শুধুমাত্র তাঁরাই প্রাক্তনী হিসাবে বিবেচিত হবেন বলে ফজলুর রহমান জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কলেজ থেকে স্নাতকস্তরে যাঁরা পড়াশোনা শেষ করেছেন কেন তাঁরা প্রাক্তনী সংঘের সদস্য হবেন না সেই প্রশ্নও উঠেছে। তাপসবাবু বলেন, 'পারফরমেন্স অডিটের ব্যাপারে কিছু জানা নেই। আমরা সারাবছর ধরে বিভিন্ন কাজকর্ম করছি। বহু সেমিনার করা হয়েছে। তবে আমাদের খানিকটা দুর্বলতা আছে। ভোটাভুটির মাধ্যমেই আমরা দীর্ঘদিন থেকে নির্বাচিত হয়ে আসছি। যেসব প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার কোনও ভিত্তি নেই।'

ভুটানের আলু সহ পাঁচ কৃষিপণ্য আমদানিতে সায়

জয়গাঁ, ১৭ অক্টোবর : প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটানে উৎপাদিত আলু সহ পাঁচ কৃষিজ পণ্য ভারতে আমদানির জন্য অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে– আলু, কমলালেবু, আপেল, আদা ও সুপারির মতো কৃষিজ পণ্য ভুটান থেকে আমদানিতে কোনও সরকারি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবে না। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন ভুটানের কৃষকরা। পাশাপাশি সরকারেরও রাজস্ব আদায় হবে।

ভুটানের আলুর গুণগতমান ও স্বাদ ভালো হওয়ায় ভারতীয় বাজারে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে এই আলুর চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এতদিন ভুটান থেকে আলু আমদানি করতে কোনও রাজস্ব দিতেন না ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। ফলে মাসে কয়েক কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হত সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ বিষয়ে খবর পৌঁছাতেই চিন্তাভাবনা শুরু হয়। জয়গাঁর ভুটান সীমান্তে প্রহরারত এসএসবি জওয়ান ও শুল্ক দপ্তরের তরফে সীমান্ত দিয়ে ভুটানের আলু প্রবেশে কড়াকড়ি শুরু হয়। ফলে ভুটান থেকে এদেশে আলু আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি আলুর দাম লাগামছাড়া হওয়ায় ভুটানি আলুর চাহিদা বাড়তে শুরু করে। ভুটানের ফুন্টশোলিংয়ে লকডাউন থাকলেও আলু আমদানিতে এতদিন বাধা পড়েনি। ফলে একশ্রেণির আলু ব্যবসায়ী ভুটানের আলুর দাম বাড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ। ভুটানি আলু কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন বাজারে ৫০ থেকে ৬০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি হলেও প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে, ভুটানের আলু ব্যবসায়ীরা ভারতে আলু রপ্তানি না করতে পেরে সমস্যায় পড়েন। সে দেশের ব্যবসায়ীরা ভুটান প্রশাসনকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানালে ভুটান সরকারের তরফে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করা হয়। দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে ভারত সরকার নামমাত্র শুল্ক আদায় করে ভুটান থেকে আলু ও অন্য চারটি কৃষিপণ্য ভারতে আমদানির ছাড়পত্র দেয়। লকডাউন শুরুর পর ভুটান থেকে আলু কোনও শুল্ক ছাড়াই এদেশে ঢোকে। জানা গিয়েছে, ভারতীয় আলু ব্যবসায়ীরা ভুটান থেকে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ টাকার আলু নগদে কেনায় ওই টাকার কোনও হিসাব সরকারের খাতায় তোলা হত না। ফলে ব্যবসায়ীদের একাংশ বছরে কয়েক কোটি টাকার কর ফাঁকি দিতেন। কেন্দ্রের নতুন নিয়মে এক মেট্রিক টন ভুটানের আলু আনতে সাড়ে তিন হাজার টাকা কর দিতে হবে। এর ফলে প্রতিদিন ভুটানে কত টাকার লেনদেন হল তার যেমন হিসাব রাখা সম্ভব হবে। তেমনি রাজস্ব আদায়ও হবে। জয়গাঁ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রামাশংকর গুপ্তা বলেন, 'সরাসরি অনুমোদন মেলায় আখেরে উপকৃত হবেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শুল্ক দপ্তরের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, 'ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এখন থেকে সরকারি নিয়মে আলু আমদানিতে শুল্ক আদায় করবে দপ্তরের প্ল্যান্ট কোয়ারান্টিন ট্যাক্স বিভাগ। যেহেতু আলু একটি কৃষিপণ্য, তাই ভুটান থেকে আমদানি করা আলুর জন্য শুল্ক কার্যকর করেনি। শুধুমাত্র প্ল্যান্ট কোয়ারান্টিন ট্যাক্স দিলেই ব্যবসায়ীরা ভুটান থেকে আলু আমদানি করতে পারবেন।' ভুটান থেকে আলু আমদানি করতে অনেক ব্যবসায়ী কালো টাকার কারবার করতেন, এই ব্যবস্থার ফলে তা বন্ধ হবে বলে মনে করছেন শুল্ককর্তারা।

অক্টোবর মাসে ছোলা আসেনি

ধূপগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : রাজ্য থেকে না আসায় সেপ্টেম্বরের পর অক্টোবরেও আইসিডিএসের উপভোক্তাদের ছোলা দেওয়া যাচ্ছে না। তবে বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে চাল ও ডাল বিতরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আইসিডিএস কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, পুজোর ছুটির মধ্যেও এই সামগ্রী বিলি করা হবে। ধূপগুড়ি ব্লকের সিডিপিও সন্দীপ দে অবশ্য ছোলা না আসা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। তিনি বলেন, 'অক্টোবর মাসের চাল ও ডাল বিতরণ শুরু করা হয়েছে। ছুটির মধ্যেও আমাদের কর্মীরা উপভোক্তাদের কাছে সামগ্রী পৌঁছে দেবেন।'

পর্যটকদের জন্য খড়িবাড়ি জায়গীরজোতে ইকো–ফ্রেন্ডলি গেস্টহাউসের উদ্বোধন হল। ছবি ঃ কার্তিক দাস

পঞ্চায়েতের উদ্যোগে চা বাগানে গেস্টহাউস

খড়িবাড়ি, ১৭ অক্টোবর : গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে খড়িবাড়ি–পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েত অভিনব উদ্যোগ নিল। চা বাগানের সবুজে ঘেরা নিস্তব্ধ মনোরম পরিবেশে পর্যটকদের টানতে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ইকো–ফ্রেন্ডলি গেস্টহাউস তৈরি করা হল। শনিবার খড়িবাড়িতে এই গেস্টহাউসের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তাপস সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ–বিহার সীমানার জায়গীরজোতে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব চা বাগানে এই গেস্টহাউস তৈরি করা হয়। প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ফান্ড থেকে ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে চা বাগানের উঁচু জায়গায় শান্ত পরিবেশে সুইমিং পুল, হাওয়া ঘর তৈরি করা হয়েছে। এখানে ইতিমধ্যেই একটি বেসরকারি সংস্থাকে ১০ লক্ষ ১ হাজার ১১ টাকার বিনিময়ে ৩ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে বলে গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তাপস সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সরকার, স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান হিমাদ্রি সিনহা প্রমুখ।

এদিন, তাপস সরকার পঞ্চায়েতের এই অভিনব উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, শহরের মানুষের যান্ত্রিক ব্যস্ততা থেকে কিছুটা সময় মুক্তি পাওয়ার জন্য এই উদ্যোগ। চা বাগানের এই পরিবেশ পর্যটকদের মন টানবে বলেই আশা করা যায়। হিমাদ্রি সিনহা বলেন, সিএফসি, এসএফসি, আইএসজিপিপি–২, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প ও গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে ইতিমধ্যে ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি শেষ করতে আরও ২০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। প্রধান বলেন, এখানে যাতে কোনও অসামাজিক কাজকর্ম না হয় তার জন্য পঞ্চায়েত সর্বদা নজরদারি চালাবে। এছাড়া সংস্থাকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

চিকিৎসাবর্জ্য নিয়ে ক্ষোভ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে

চোপড়া, ১৭ অক্টোবর : উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে গড়াগড়ি খাচ্ছে ব্যবহৃত নিডিল, গজ, হ্যান্ড গ্লাভস, জমে রয়েছে রক্তমাখা তুলো, ব্যান্ডেজ। ক্ষোভে ফুঁসছেন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীরা। দলুয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরের ভিতরে দলুয়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। আর এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে আবর্জনার স্তূপ ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছে। এতে যেমন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা নিতে আসা উপভোক্তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, অন্যদিকে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আউটডোরে পরিষেবা নিতে আসা রোগীদেরও সমস্যায় পড়তে হয়। অভিযোগ, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আউটডোরের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঠিক পাশে। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নইমুল হক বলেন, 'এটা একদিনের সমস্যা নয়। আবর্জনা যেখানে–সেখানে ফেলা হচ্ছে। স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পেরেই বিষয়টি নিজে দেখতে এসেছি। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা ম্যানেজারকে বিষয়টি বলা হয়েছে।' বিএমওএইচ ডাঃ রাহুল সরকার বলেন, 'আবর্জনা সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে।'

একমাস পর নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

করণদিঘি, ১৭ অক্টোবর : প্রায় এক মাস পরে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল করণদিঘিতে। শনিবার করণদিঘি থানার পুলিশ টুঙ্গিদিঘির ভাগশালায় একটি বিল থেকে পচাগলা মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতের নাম খোকা সিংহ। তাঁর বয়স প্রায় ৫০ বছর। মৃতের ভাইপো টঙ্ক সিংহ জানান, তাঁর কাকা খোকা সিংহ ১১ সেপ্টেম্বর বিকেল নাগাদ ভাগশালা থেকে নিখোঁজ হন। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর করণদিঘি থানায় তাঁরা মিসিং ডায়ারি করেন। এদিন গ্রামেরই একটি বিল থেকে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরিবারের অনুমান, সে সময় বৃষ্টির জলের বাড়বাড়ন্ত থাকায় ওই বিলে মাছ ধরতে গিয়ে কোনওক্রমে তিনি জলে ডুবে মারা গিয়ে থাকতে পারেন। টঙ্ক সিংহ জানান, তাঁর কাকিমা ও কাকার ছেলে এক বছর আগেই মারা গিয়েছেন। তারপর থেকেই তাঁর কাকা মানসিক ভারসাম্যহীন ও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাঝেমধ্যে মাছ ধরতে যেতেন। সেদিনও হয়তো নেশার ঘোরে মাছ ধরতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

বনবস্তিতে প্রচার

চালসা, ১৭ অক্টোবর : শনিবার চালসা রেঞ্জের পানঝোরা বিটের বনবস্তি এলাকায় বন দপ্তরের তরফে সচেতনতামূলক প্রচার করা হল। জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুতের তার সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী ব্যবহার না করা এবং বন দপ্তরকে কাজে সহযোগিতা করা নিয়ে বনবস্তিবাসীদের সচেতন করা হয়। এদিন বিট অফিসার দিলীপ রায়ের তত্ত্বাবধানে নর্থ ইনডং, খুনিয়া, মাকড়াপাড়া, পানঝোরায় ওই কর্মসূচি করা হয়। কিছুদিন পরেই ধানের লোভে জঙ্গল থেকে হাতি বের হওয়া শুরু করবে। এলাকায় হাতি ঢুকলে বন দপ্তরকে খবর দেওয়া সহ তাদের উত্ত্যক্ত না করার বিষয়েও জনগণকে সচেতন করা হয়। চালসার রেঞ্জার পল্লব মুখার্জি জানিয়েছেন, চালসা রেঞ্জের বিভিন্ন বিটে এই সচেতনতামূলক প্রচার চলছে।

শিক্ষকতার ফাঁকে প্রতিবার প্রতিমা গড়েন অর্ণব

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : ভোল্টামিটার, চুম্বকের কার্যপ্রক্রিয়া নিয়ে পড়ুয়াদের শিক্ষা দেওয়ার মধ্যেই অবসর সময়ে দুর্গাপ্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক অর্ণব চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষকতার ফাঁকেই প্রতি বছর তিনি প্রতিমা গড়েন। এবার করোনার মধ্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

পুজোয় হাতেগোনা আর কয়েকটা দিন বাকি। কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের মতোই ব্যস্ত শহরের এনটিএস মোড়ের বাসিন্দা শিক্ষক অর্ণব চট্টোপাধ্যায়। নিজের তৈরি ১৭ ইঞ্চির প্রতিমার বাকি থাকা সাজসরঞ্জাম তৈরি করতে তিনি এখন দিনরাত এক করছেন। ছোট বয়সে পুজোর মরশুমে কুমোরটুলিতে ঘুরতে যাওয়ার সময় ছবি আঁকার পাশাপাশি মূর্তি তৈরির ইচ্ছা অর্ণববাবুর মনে জেগে উঠেছিল। সেই ইচ্ছা পূরণ হয় সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালীন এক ফুটের সরস্বতী মূর্তি তৈরি করে। ইচ্ছা সম্পূর্ণতা পায় একাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময়ে এক ফুটের দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করে। এরপর থেকেই প্রতি বছর পুজোর তিন মাস আগে থেকে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করে দেন তিনি। তবে চোখের সমস্যার কারণে মাঝের বছর দশেক দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করতে পারেননি অর্ণববাবু। গত চার বছর থেকে অবশ্য ফের প্রতিমা তৈরি করে চলেছেন। অর্ণববাবু বলেন, 'মে মাস থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। প্রতিমার অলংকার তৈরিতে কাগজের ওপর জরির কাজ করতে অনেকটা সময় লাগে। পুজোর তিন মাস আগে থেকে অবসর সময়টুকুর পুরোটাই প্রতিমার কাজ শেষ করতে লেগে যায়।'

তবে এবারে মার্চ মাস থেকে লকডাউন হওয়ায় হাতে একটু বেশি সময় মিলেছিল। অর্ণববাবুর শিল্পকলায় মুগ্ধ আমেরিকায় বসবাসকারী এক পরিচিত এবারে তাঁর তৈরি প্রতিমা সেদেশে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব হয়নি। তবে তাতে কোনও দুঃখ নেই পদার্থ বিজ্ঞানের এই শিক্ষকের। অর্ণববাবু বলেন, 'চোখের সমস্যার জন্য মাঝে প্রতিমা তৈরি করতে পারিনি। তাই মনটা খুবই খারাপ থাকত। সমস্যা নিয়েই আমাদের চলতে হবে। সমস্যার কারণে আমরা আমাদের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে পারি না। সেই সাহসটাই প্রতিমা তৈরির মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিতে চাইছি।'

ছাড় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে

প্রথম পাতার পর

দক্ষিণে তাঁর নিজের জেলায় একাধিক বড় জমায়েতে শামিল হয়েছেন। জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ তথা চিকিৎসক জয়ন্তকুমার রায়ও বিষয়টির গুরুত্ব মেনে নেন। তিনি বলেন, 'স্বাস্থ্যবিধির কথা মাথায় রেখেই আমরা বড় কর্মসূচির বদলে স্থানীয়স্তরে ছোট ছোট সভা করছি। এই জায়গাগুলিতে খুব কম জমায়েত করা হচ্ছে। মানুষকে নিয়েই যখন রাজনীতি তখন তাকে যেমন বাদ দেওয়া যাবে না, আবার এই কর্মসূচির জেরে সে যাতে বিপদে না পড়ে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এরাজ্যে যদিও বিধিনিষেধের বিষয়ে রাজ্য সরকার নিজেই পুরোপুরি বিভ্রান্ত অবস্থায় রয়েছে। তাদের দ্বিচারিতা নিয়ে যতটা কম বলা যায় ততই ভালো।'

পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব এবং একাধিক তৃণমূল বিধায়ক ও নেতা শনিবার ধূপগুড়িতে হাজার দুয়েক মানুষকে নিয়ে সভা করেন। করোনার কোপ এড়াতে উৎসবে কড়াকড়ির মাঝে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে জমায়েতের বিষয়ে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করেই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। উৎসব সবার। ফলে সেই সময় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ুক তা কোনওভাবেই কাম্য নয়। সকলে যাতে আনন্দে উৎসব পালন করতে পারেন সেজন্যেই পরিকল্পনা করে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।' জমায়েতের বিষয়ে পিছিয়ে না থাকলেও এনিয়ে বিরোধী বিজেপি নেতারা শাসকদলকে বিঁধেছেন। বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'জমায়েত করে ভিড়ে ঠাসা রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্যে তৃণমূল প্রশাসনিক অনুমতি পায়। আমাদের বিরুদ্ধে শুধু বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে মামলা হয় আর পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়। লকডাউনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সপার্ষদ ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর দলের লোকেরা এখনও অযথা বাইরের লোক এনে বিভিন্ন জায়গায় জমায়েত করছে। শুধু দুর্গাপুজোর জন্যে যত বাধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

রাজনৈতিক তর্জা এবং একে অপরকে দোষারোপ করলেও সব রাজনৈতিক দলই নিজেদের কর্মসূচিতে জনজোয়ার আনতে বর্তমানে করোনার প্রকোপের মাঝেও সক্রিয় হয়েছে। সামনের বছরের শেষে করোনার প্রকোপে ইতি পড়তে পারে বলে মাইক্রোসফট প্রধান বিল গেটস জানিয়েছেন। কিন্তু কয়েকমাস পর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল টানা পাঁচ পাঁচটা বছর থেকে যাবে। তাই করোনা ভাইরাসের ভয়ে মুখে কাবু হলেও রাজনৈতিক নেতা–নেত্রীরা কাজে মোটেও কাবু হচ্ছেন না বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে।